

Journal of Kolkata Society for Asian Studies: Vol 11. No. 1, June 2025

Exploring Importance of Oral History in
Interdisciplinary Research

Swapan Kumar Pain

Exploring Importance of Oral History in Interdisciplinary Research

Swapan Kumar Pain

Abstract:

The most popular trend in historical study and research is the ‘Interdisciplinary Approach’. Scholars believe that the interdisciplinary approach has achieved success in post-independent India with the development of historiography, oral tradition and history. Oral history is a multidimensional method of preserving and interpreting the lived experiences, memories and narratives of individuals and communities. The main objective of the present article is to explore the oral method in history writing, the development of this method in India and its practical advantages and disadvantages, and above all, a thorough analysis of how ‘Oral History’ is effective in writing scientific history. The conflict between archive-based history and oral history is not unknown to us. To mitigate this conflict an attempt has also been made in the present paper with the help of available data. Another objective of this article is to explore how oral history established interdisciplinary trend. It is evident that the use of oral history has established in India with the introduction of digital revolution which resulted well-preserved documentation system. In fact, oral history and culture is not an exceptional way of writing, but it is an integral part of the mainstream history - keeping this in mind, this article discusses the method of reconstructing history.

Key Words: *Narrative, Tradition, Research, Subaltern, Archive, Memoir, Preservation, Culture, Sociology*

প্রবন্ধসার :

বর্তমান ইতিহাস চর্চার মূল ধারাগুলির মধ্যে বহুচর্চিত হল আন্তঃবিষয়ক ধারা বা ‘Interdisciplinary Approach’। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে মৌখিক ইতিহাস চর্চার মাধ্যমেই আন্তঃবিষয়ক ধারা সাফল্য লাভ করেছে বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা। মৌখিক ইতিহাস ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের জীবিত অভিজ্ঞতা, স্মৃতি ও বর্ণনাকে সংরক্ষণ ও ব্যাখ্যা করার বহুমাত্রিক পদ্ধতি। ইতিহাস রচনায় মৌখিক পদ্ধতির উৎস, ভারতবর্ষে এই পদ্ধতির প্রচলন এবং তার প্রায়োগিক সুবিধা-অসুবিধা এবং সর্বোপরি বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনায় ‘Oral History’ কতটা কার্যকরী তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধের মূল বিষয়। লেখ্যগার ভিত্তিক ইতিহাস রচনার সঙ্গে মৌখিক ইতিহাসের দ্বন্দ্ব কারও অজানা নয়। উক্ত দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ ও তার অবসান

ঘটানোর একটি প্রচেষ্টা এই প্রবন্ধের মাধ্যমে করা হয়েছে। অর্থাৎ লেখ্যাগার ভিত্তিক ইতিহাস চর্চার পাশাপাশি মৌখিক ইতিহাস কীভাবে আন্তঃবিষয়ক ইতিহাস চর্চাকে প্রতিষ্ঠিত করল, তার তথ্যভিত্তিক আলোচনার প্রয়াস রয়েছে এখানে। ভারতবর্ষে ডিজিটাল বিপ্লবের ফলে মৌখিক ইতিহাস চর্চা প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। কারণ ডিজিটাল বিপ্লবের ফলে মৌখিক ইতিহাসের সাক্ষ্যগ্রহণ এবং তার সংরক্ষণ অনেক সহজ হয়ে যায়। মৌখিক ইতিহাসের তথ্য সুসংবদ্ধভাবে সংরক্ষিত থাকলে তা ভবিষ্যৎ গবেষকরা ব্যবহার করতে পারবেন। আসলে মৌখিক ইতিহাস এবং সংস্কৃতি কোনো ব্যতিক্রমী বিষয় নয়, ইতিহাসের মূল ধারার সঙ্গেই তা সম্পৃক্ত- একথা মাথায় রেখে ইতিহাস পুনর্নির্মাণ করার পদ্ধতি এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে।

সূচক শব্দ : *আখ্যান, ঐতিহ্য, গবেষণা, নিম্নবর্গ, লেখ্যাগার, স্মৃতিকথা, সংরক্ষণ, সংস্কৃতি, সমাজবিজ্ঞান।*

“ইতিহাসের প্রকৃত নথি পাওয়া যায় সাধারণ মানুষের জীবনযাপনে। মৌখিক ইতিহাস সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার আদান-প্রদান শুধুমাত্র এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের কাছে জ্ঞান সঞ্চারিত করে না, এটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে আলোকিত করে অতীত সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে উন্নত করে।”

-John Robert Lewis
Texas Historical Commission

মৌখিক ইতিহাসের ধারণা:

জন রবার্ট লুইস-এর কথার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে ইতিহাস চর্চায় মৌখিক ধারা বা মৌখিক সংস্কৃতির গুরুত্ব, যার সূচনা হয়েছিল স্মৃতি ও শ্রুতির মাধ্যমে। ইতিহাস চর্চার শুরুতে প্রাথমিক ও অপ্রাথমিক উৎস বলে কিছু ছিল না। স্মৃতি থেকে আহরিত ঘটনাই ইতিহাস রচনার কাজে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হত। এমনকি পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থও ঐ একই পদ্ধতিতে রচিত হয়েছিল। বর্তমানে আমরা যাকে ইতিহাসের জনক বলে অভিহিত করি সেই হেরোডোটাসও মৌখিক উপাদানের উপর ভিত্তি করেই ইতিহাস রচনা শুরু করেছিলেন আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে। আসলে প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে অন্যকে বলার মত অনেক কথা থাকে। জীবনের স্মৃতিগুলোকে মানুষ গল্পে রূপান্তরিত করে। মৌখিক ইতিহাস এই গল্পগুলোকে পর্যালোচনা করে এবং বৈজ্ঞানিক ঝাড়াই বাছাইয়ের মাধ্যমে তার মধ্য থেকে প্রকৃত ইতিহাসের উপাত্ত বা রসদ খুঁজে নেয়। মৌখিক ইতিহাস কথ্য অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়ের জীবিত অভিজ্ঞতা, স্মৃতি এবং বর্ণনাকে সংরক্ষণ ও ব্যাখ্যা করার একটি বহুমাত্রিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতি নৈতিক বিবেচনা এবং তাত্ত্বিক কাঠামোর বৈচিত্র্যময় বিন্যাসকে অন্তর্ভুক্ত করে, যাতে ইতিহাসকে তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝার উদ্দেশ্যে পর্যাণ্ডভাবে উপস্থাপন করা যায়। উপনিবেশিকোত্তর যুগে মৌখিক ইতিহাস আমাদের প্রচলিত ইতিহাস রচনার পদ্ধতিকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। কারণ এই পদ্ধতি পেশাজীবী শ্রেণীর বাইরে গিয়ে জনইতিহাস চর্চায় পরিণত হয়েছে। আসলে ইতিহাস চর্চার যে আন্তঃবিষয়ক ধারা বা ‘Interdisciplinary Approach’ তা মৌখিক ইতিহাস চর্চার মাধ্যমেই সাফল্য লাভ করেছে। লেখ্যাগার ভিত্তিক ইতিহাস চর্চার পরিবর্তে মৌখিক ইতিহাস কীভাবে আন্তঃবিষয়ক ইতিহাস চর্চাকে প্রতিষ্ঠিত করল তার অনুসন্ধানই বর্তমান প্রবন্ধের মূল অভিপ্রায়।

কেন এই প্রবন্ধ লেখা?

বর্তমানে ‘Oral History’ বা ‘মৌখিক ইতিহাস’ একটি বহুচর্চিত বিষয়। আধুনিক ইতিহাস চর্চায় বা সমসাময়িক ইতিহাস রচনায় মৌখিক পদ্ধতি ব্যবহার করেননি এমন গবেষক বিরল। কিন্তু এই পদ্ধতির উৎস, ভারতবর্ষে এই পদ্ধতির প্রচলন এবং তার প্রায়োগিক সুবিধা ও অসুবিধা এবং সর্বোপরি বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনায় ‘Oral History’ কতটা কার্যকারী সে সম্পর্কে বেশিরভাগ গবেষকই সন্ধিহান। অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের ধারণা স্বচ্ছ করার জন্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধটির উপস্থাপন:

১. ইতিহাস চর্চাকে শুধুমাত্র একাডেমিক গবেষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে নানা মাত্রায় ছড়িয়ে দেওয়া।
২. মৌখিক ইতিহাস কীভাবে ইতিহাস চর্চাকে আন্তঃবিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করল তা পর্যালোচনা করা।
৩. মৌখিক ইতিহাস কীভাবে ‘তল থেকে দেখা ইতিহাস’ (History from Below) এবং ‘নিম্নবর্গের ইতিহাস’ (Subaltern Studies) চর্চার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছে তার অনুসন্ধান।
৪. আত্মজীবনীমূলক ইতিহাস (Biographical History) রচনার ক্ষেত্রে মৌখিক ইতিহাস কতটা কার্যকারী তার অনুসন্ধান।
৫. সর্বোপরি, বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে মানুষের স্মৃতি কতখানি নির্ভরযোগ্য তথ্য হতে পারে সে বিষয়ে বর্তমান গবেষকদের স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করাই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

মৌখিক ইতিহাস ও মৌখিক ঐতিহ্য (Orality and Oral Tradition or Culture) :

সাধারণভাবে মৌখিক ইতিহাস ও মৌখিক ঐতিহ্যকে অনেকে সমার্থক বলে মনে করেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার দুটি বিষয় কখনোই সমার্থক নয়। দুটি বিষয়কে পরিষ্কার করে বলা যাক। মৌখিক ইতিহাস বা ‘Oral History’ হল ঐতিহাসিক নথিপত্র হিসেবে ব্যক্তিগত স্মৃতিকথার সংগ্রহ এবং তার সংরক্ষণ। এখানে মানুষের অভিজ্ঞতার তাৎপর্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। আসলে মৌখিক ইতিহাস হল প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ এবং সাক্ষাৎকার নেওয়া ব্যক্তির জীবদ্দশায় ঘটে যাওয়া ঘটনা ও অভিজ্ঞতার স্মৃতি বিজড়িত।

মৌখিক ইতিহাসকে এমন ব্যক্তিদের সাথে রেকর্ড করা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত আখ্যান এবং স্মৃতির পদ্ধতিগত সংগ্রহ এবং ব্যাখ্যা হিসেবে সংরক্ষিত করা যেতে পারে, যাদের অতীতের ঘটনা, অভিজ্ঞতা বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে প্রথম জ্ঞান রয়েছে। সরকারি নথিনির্ভর লিখিত ইতিহাসের বিপরীতে মৌখিক ইতিহাস ঐতিহাসিক প্রমাণের প্রাথমিক উৎস হিসেবে কথ্যশব্দ ও ব্যক্তিগত সাক্ষ্যের উপর জোর দেয়।

মৌখিক ইতিহাসের ধারণাটি বেশ কয়েকটি মূলনীতি এবং তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে নিহিত। মৌখিক ইতিহাস স্বীকার করে যে, স্মৃতি এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, আবেগ এবং দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা গঠিত। কারণ বর্ণনাকারীরা তাদের অতীতের ঘটনাগুলির ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে তাদের স্মৃতি পুনর্গঠন করে, যা

সময়ের সাথে বিকশিত হতে পারে বা পরবর্তী অভিজ্ঞতা দ্বারাও প্রভাবিত হতে পারে। মৌখিক ইতিহাস তাদের নিজস্ব আখ্যান এবং ইতিহাস গঠনে প্রান্তিক কণ্ঠস্বরকে প্রশস্ত করে এবং তাদেরকে স্মৃতি পুনরুদ্ধার করতে ও সাংস্কৃতিক পরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

মৌখিক ইতিহাসবিদরা বৃহত্তর ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক কাঠামোর মধ্যে আখ্যানগুলিকে প্রাসঙ্গিকভাবে ব্যাখ্যা করেন। মূলত তারা ভাষা, সংস্কৃতি এবং আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলিকে বোঝার জন্য জনসাধারণের কাছে উপস্থাপিত করেন। এককথায়, মৌখিক ইতিহাস স্বীকার করে যে, বিভিন্ন ব্যক্তির একই ঘটনার বিভিন্ন ব্যাখ্যা থাকতে পারে কিন্তু ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার মধ্যে জটিলতা এবং বৈচিত্র্যের একটি সুসংবদ্ধ বোঝাপড়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

অতএব বলা যায়, অতীতের মৌখিক বিবরণী ধারণ, প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণ করার জন্য ইতিহাস চর্চায় যে গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, তাই হল ‘মৌখিক ইতিহাস’ বা ‘Oral History’। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত ‘Oral History Association’ মৌখিক ইতিহাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, ‘অতীতের ঘটনা সম্পর্কে মানুষের কণ্ঠস্বর, স্মৃতিকথা, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও চর্চা করাকেই মৌখিক ইতিহাস বলে।’

অন্যদিকে, মৌখিক ঐতিহ্য বা ‘Oral Tradition or Culture’ হল আখ্যানের এমন একটি অংশ যা মৌখিক ভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে যে কোনো ব্যক্তির জীবনকাল অতিক্রম করে চলে যায়। মৌখিক ঐতিহ্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অধ্যাপক Jan Vansina বলেছেন, “মৌখিক ঐতিহ্য হল একধরনের বার্তা যা কথা, জ্ঞান প্রভৃতির মাধ্যমে মুখে মুখে পূর্ববর্তী প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে এসে পৌঁছায়”।^১ অর্থাৎ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত লোককাহিনী, ছড়া, গান, বাণী, মুখস্থ বক্তৃতা এবং অতীত ঘটনার ঐতিহ্যবাহী বিবরণ প্রজন্মের পর প্রজন্ম প্রবাহিত হওয়ার ধারা-ই ‘Oral Tradition’ বা ‘Oral Culture’ নামে পরিচিত। সাধারণভাবে এসব তথ্যের কোনো লিখিত রূপ থাকে না। অর্থাৎ মৌখিক ঐতিহ্য হল মানব-সংস্কৃতি এবং যোগাযোগের একটি মৌলিক দিক, যা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে কথ্যভাষার মাধ্যমে জ্ঞান, বিশ্বাস, রীতিনীতি এবং বর্ণনার ধারাকে অন্তর্ভুক্ত করে। মৌখিক ঐতিহ্য সমষ্টিগত পরিচয় গঠনে, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে এবং বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামগ্রিকভাবে, মৌখিক ঐতিহ্য বলতে লিখিত পাঠের পরিবর্তে কথ্য যোগাযোগের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক জ্ঞান, গল্প, আচার এবং মূল্যবোধের সংরক্ষণকে বোঝায়। ‘Oral Tradition’ বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী, কিংবদন্তি, লোককাহিনী, গান, প্রবাদ, মন্ত্র, আচার এবং ব্যক্তিগত আখ্যানসহ বিভিন্ন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে ইতিহাস রচনায় সাহায্য করে। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী তথ্য না পাওয়া গেলে ‘Oral Tradition’ থেকে প্রাপ্ত বিবরণী ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে গবেষককে সতর্ক থেকে বেশ কিছু শর্ত মানতে হয়। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক Gilbert J. Garraghan কিছু শর্তের উল্লেখ করেছেন, যা পূরণ করলে ‘Oral Tradition বা Culture’ -কে ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।^২

- ১) মৌখিক ঐতিহ্যের কোনো উপাদানের অংশ হিসেবে যে বিবরণী পাওয়া গেছে তাতে নিরবচ্ছিন্ন ধারার সাক্ষ্য থাকতে হবে। অর্থাৎ, বর্ণিত ঘটনার অনেকগুলো স্তরের বিবরণ থাকতে হবে।
- ২) যেসব তথ্য পাওয়া যাবে তার যথার্থতা প্রমাণের জন্য অন্যান্য সমার্থক তথ্যের সঙ্গে তা মিলিয়ে নিতে হবে।
- ৩) গবেষক যেসব তথ্য তার গবেষণায় ব্যবহার করবেন তা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ হতে হবে এবং ব্যাপক সংখ্যক মানুষের তা জানা থাকতে হবে।
- ৪) যেসব তথ্য ইতিহাসচর্চার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হবে তার অবশ্যই সাধারণভাবে বিশ্বাস যোগ্যতা থাকতে হবে অন্তত একটি নির্দিষ্ট কাল জুড়ে। দেখতে হবে কেউ যেন তার বিরোধিতা না করে।
- ৫) মৌখিক ঐতিহ্য হিসেবে কোনো তথ্য ব্যবহার করতে হলে তার সম্ভাব্য সময়কাল জানতে হবে। কারণ সেটা খুব বেশি প্রাচীন হওয়া চলবে না। Garraghan -এর মতে কোনো ঘটনা ১৫০ বছরের বেশি পুরোনো হলে তাতে তথ্য বিকৃতির সম্ভাবনা বেশি থাকে।
- ৬) যেসমস্ত মানুষ সমালোচনামুখর তারা মৌখিক ঐতিহ্যের তথ্যাবলিকে অসত্য বা মিথ্যা হিসেবে মনে করেন কিনা, তা দেখতে হবে।

Garraghan - এর শর্ত মেনে মৌখিক ঐতিহ্যের যথার্থতা বিচার করে ইতিহাস চর্চা করলে নিশ্চিতভাবে তা এক নবদিগন্তের সূচনা করবে।

মৌখিক ঐতিহ্য হল মূলত গতিশীল, কারণ সময়ের সাথে সাথে মৌখিক ঐতিহ্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকশিত হয়। আখ্যানগুলির বিষয়বস্তু ও রচনামূলক অংশগুলি অনেকসময় পরিবর্তিত হতে পারে কারণ সেগুলি সমসাময়িক বাস্তবতা প্রতিফলিত করার জন্য অভিযোজিত হয়। মৌখিক ঐতিহ্য সমাজের মধ্যে বিনোদন, শিক্ষা, নৈতিক নির্দেশনা, সামাজিকীকরণ এবং ঐতিহাসিক স্মৃতি সংরক্ষণসহ একাধিক কাজ করে থাকে।

পটভূমি : মৌখিক ইতিহাসের উৎপত্তি ও চর্চা :

মৌখিক ইতিহাসবিদরা প্রাচীন ঐতিহাসিকদের লেখার মধ্যে তাদের নৈপুণ্যের উৎস খুঁজে পেতে স্বেচ্ছান্বিত বোধ করেন। মৌখিক ইতিহাসের প্রথম আভাস পাওয়া যায় চীনের ঝো (Zhou) রাজবংশের আমলে। খ্রিস্টপূর্ব ১১২২ থেকে ২২১ অব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ঝো-রাজারা রাজ দরবারের তথ্যাবলী সংরক্ষণের জন্য দরবারী ঐতিহাসিক নিয়োগ করেছিলেন।^৭ অন্যদিকে হেরোডোটাস এবং থুকিডিডিস বর্ণনামূলক ইতিহাসের জন্য প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। উক্ত ঐতিহাসিকদ্বয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির অন্তর্দৃষ্টি অর্জনের জন্য সাক্ষাৎকার পদ্ধতির পরিচালনা করেছিলেন। থুকিডিডিস সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে পেলোপোনেশিয়ান যুদ্ধ (Peloponnesian War) - এর বিবরণ নথিভুক্ত করেন। তাঁর মতে, “partly one what I saw myself, partly on what others saw for me.”^৮ মৌখিক ইতিহাসবিদরা এইসব

প্রাচীন ধ্রুপদী ঐতিহাসিকদের সাথে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য এবং আত্মীয়তা খুঁজে পান। তারা মৌখিক ইতিহাস শব্দটির জেনেরিক ব্যবহার আবিষ্কার করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এক্ষেত্রে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে পরিচয় এবং শেকড়ের সন্ধান আশু প্রয়োজন, যা বিবর্তনের অনুভূতি ভাগ করে নেয়।^৫

অষ্টাদশ শতকে মৌখিক ইতিহাসের ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে স্যামুয়েল জনসন মন্তব্য করেছিলেন, “all history was at first oral, but the term oral history was first used in reference to troubadours and oral traditions.”^৬ অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতকের বেশ কিছু ইউরোপীয় ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক যেমন ভলতেয়ার, মিশেল প্রমুখ তাঁদের গবেষণাকে আর্কাইভস বা লিখিত নথির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। পরিবর্তে তাঁরা আখ্যানের স্মৃতিচারণ এবং ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণের উপর অনেক বেশি নির্ভর করেছিলেন। এক্ষেত্রে আমরা ধরে নিতে পারি যে, মৌখিক ইতিহাস আমাদের মানবিক চাহিদার সাথে সাথে লেখ্যাগার ভিত্তিক তথ্যের মেলবন্ধন ঘটায়।^৭ যাইহোক, মৌখিক ইতিহাসের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা বিংশ শতাব্দীতে গুরুত্ব সহকারে চালু হয়, যখন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক অ্যালান নেভিস ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে সাক্ষাৎকার পরিচালনা এবং সংরক্ষণের জন্য প্রথম সংরক্ষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এটিই বিশ্বে প্রথম মৌখিক ইতিহাস গবেষণা সংস্থা নামে পরিচিত। একারণেই অধিকাংশ গবেষক মনে করেন ‘ওরাল হিস্ট্রি’ পরিভাষাটি প্রথম অ্যালান নেভিসই ব্যবহার করেন। ইতিহাস রচনার প্রতি অ্যালান নেভিসের উদ্ভাবনী পদ্ধতি জোয়ারের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটার মত। এক্ষেত্রে তাঁকে সহযোগিতা করেছিলেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তার দুই সহকর্মী Jacques Barzun এবং Henry F. Graff। ১৯৫০ এর দশকের বিখ্যাত পত্রিকা, ‘The Modern Researcher’ -এ নেভিসের উক্ত দুই সহকর্মী, মৌখিক ইতিহাস প্রকল্পকে স্বীকৃতি দেন। তাঁদের মতে, “the written word is still so compelling, however, that these recordings are transcribed and the typescripts filed like books.” নেভিস যেহেতু পেশায় সাংবাদিক ছিলেন সেহেতু, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী এবং তার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণের জন্যই মৌখিক ইতিহাসকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন।^৮ তিনি সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকারের উপর গুরুত্ব এবং নির্ভরতা প্রতিফলিত করে মৌখিক ইতিহাসের উত্থানকে আরও বিশ্বাসযোগ্যতা দিয়েছেন। নেভিসের সাক্ষাৎকার গুলিকে শুধুমাত্র লিখিত ইতিহাসের পরিবর্তে বৃহত্তর সমাজবিজ্ঞানের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ মৌখিক ইতিহাসের চর্চার উষ্মালগ্নেই ইতিহাসের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মেলবন্ধন ঘটেছিল, যা আন্তঃবিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছে।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌখিক ইতিহাস সংরক্ষণাগারের কার্যাবলী খুব দ্রুত Los Angeles এবং Berkeley-এর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রভাবিত করে। ১৯৫০ এর দশকে তারাও মৌখিক ইতিহাস সংরক্ষণাগার তৈরি করেন। সময়ের সাথে সাথে ইউরোপ ও এশিয়ার অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয় মৌখিক ইতিহাসের চর্চা আরম্ভ করে। যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মৌখিক ইতিহাস প্রকল্পগুলিকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অভিজাতত্বের উপর আলোকপাত করতে শুরু করেন, সেখানে ইউরোপীয় মৌখিক ইতিহাসবিদরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তল থেকে দেখা ইতিহাসকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন, যা পূর্বে মূল ইতিহাস রচনা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল।^৯

১৯৬০-১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই তিন দশককে মৌখিক ইতিহাসের ‘take off’ বা ‘উড্ডয়নকাল’ বলে অভিহিত করা হয়।^{১০} কারণ ওই সময় মৌখিক ইতিহাসের বিকাশ ও অনুশীলনে সমগ্র পৃথিবীতে এক উন্মাদনা দেখা দেয়। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে মৌখিক ও স্মৃতিমূলক তথ্যের ভিত্তিতে ইতিহাস গবেষণা প্রসারিত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি হয় ‘ওরাল হিস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন’। এর তিন বছরের মধ্যেই মৌখিক ইতিহাস চর্চাকে আলাদা মাত্রা দান করে ইংল্যান্ডে তৈরি হয় ‘ওরাল হিস্ট্রি সোসাইটি’ (১৯৬৯)। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ‘মৌখিক ইতিহাস সমিতি’ ৩০০ টিরও বেশি ইতিহাস চর্চা কেন্দ্র চিহ্নিত করেছিল। ১৯৭৪ সালে কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ায় মৌখিক ইতিহাস চর্চার জন্য জাতীয় সমিতি গঠিত হয়। মৌখিক ইতিহাসবিদরা ক্রমবর্ধমানভাবে জাতি, শ্রেণি, লিঙ্গ এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপের বাইরে মৌখিক ইতিহাস চর্চা ক্রমে পূর্ব ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে প্রসারিত হয়েছিল। কারণ এইসব দেশগুলি সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল এবং সেখানে লিখিত সংরক্ষণাগারগুলি অসম্মানিত শাসনকে প্রতিফলিত করেছিল। অধ্যাপক Paul Thomson -ও তাঁর গবেষণায় মৌখিক ইতিহাসকে ‘The first kind of history’ বলে অভিহিত করেছেন।^{১১}

পাশ্চাত্যের মৌখিক ইতিহাসের বিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতবর্ষেও এর ধারাবাহিক চর্চা শুরু হয়। ভারতবর্ষে স্মৃতিনির্ভর এবং কথিত গল্প নিয়ে প্রথম কাজ করেন বিখ্যাত হিন্দি ঔপন্যাসিক অমৃতলাল নাগর। তিনি অযোধ্যা অঞ্চলের ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের স্মৃতি সংগ্রহ করে তা অকাল্পনিক আকারে প্রকাশ করেছিলেন। এটি প্রকাশিত হয়েছিল মহাবিদ্রোহের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে ‘গদর কি ফুল’ নামে। এরপর ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি লক্ষৌ অঞ্চলের সিপাহী বিদ্রোহের সময়কার জীবিত গৃহবধূদের মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ করে রচনা করেছিলেন ‘ইয়ে কোথেওয়ালিয়ান’। ভারতবর্ষে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রথম মৌখিক ইতিহাসের লেখ্যাগার তৈরি হয় তৎকালীন নেহেরু মেমোরিয়াল মিউজিয়ামের অধিকর্তা অধ্যাপক বি. আর. নন্দার উদ্যোগে।^{১২} মূলত তার উদ্যোগেই একদল তরুণ গবেষক ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মৌখিক তথ্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করেছিলেন।

১৯৬০ এর দশকের পর বেশ কয়েকটি সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ফলে মৌখিক ইতিহাস চর্চা গতি পায়। প্রকাশিত হওয়া প্রথম দিকের মৌখিক ইতিহাসগুলি ছিল পশ্চিমবঙ্গে তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস, উদ্বাস্তু আন্দোলনের ইতিহাস, খাদ্য আন্দোলনের ইতিহাস, নকশালবাড়ি আন্দোলনের ইতিহাস, বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলন, তেলেঙ্গানা আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকা ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি আমরা তেলেঙ্গানার কথা আলাদা করে উল্লেখ করছি এই কারণে যে তেলেঙ্গানা স্বাধীন ভারতের নবগঠিত রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম, যার সমসাময়িক তথ্য সন্নিহিত রয়েছে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ‘We Were Making History’ শিরোনামে। বইটির তাৎপর্যের উপর আলাদা করে জোর দেওয়ার কারণ হল এটি শুধুমাত্র ইতিহাস এবং বিষয়গত সমস্যাকে সম্বোধন করেনি, বরং এর পৃষ্ঠাগুলিতে প্রতিনিধিত্বের রাজনীতি এবং আন্তঃবিষয়ক উপাদানগুলির প্রাসঙ্গিকতার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। ভারতে মহিলাদের মৌখিক ইতিহাসের সংরক্ষণাগার নারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেছে। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে

সি. এস. লক্ষ্মীর নেতৃত্বে ‘SPARROW: The Sound and Picture Archives for Research and Women’ এর প্রতিষ্ঠা ভারতে নারী ইতিহাস সংরক্ষণের গুরুত্ব অনেকাংশে বৃদ্ধি করেছে। আসলে মৌখিক ইতিহাসের তাত্ত্বিক প্রভাব ভারতের আঞ্চলিক ইতিহাস রচনাকে উদ্বিগ্ন করেছে। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে ‘পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ’ মৌখিক ইতিহাসের উৎস এবং তার পুনর্গঠনের সমস্যাগুলির উপর একটি সেমিনার কার্যপ্রণালী প্রকাশ করে আঞ্চলিক ইতিহাস রচনায় মৌখিক তথ্যের গুরুত্বকে প্রকাশ্যে আনে। ভারতবর্ষে মৌখিক ইতিহাসের কাজ শুধুমাত্র লিখিত শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা বিভিন্ন চলচ্চিত্রগুলিতেও বারংবার প্রতিফলিত হয়েছে।^{১০} ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মেসবাহ কামাল মৌখিক ইতিহাসের তত্ত্ব ও চর্চার চারটি গুরুত্বপূর্ণ ধারার কথা উল্লেখ করেছেন।^{১১} এগুলি হল যথাক্রমে -

প্রথমত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে স্মৃতিকে নির্ভর করে জনগণের ইতিহাস চর্চার পুনর্জাগরণ।

দ্বিতীয়ত, ১৯৭০ এর দশকের শেষ দিক থেকে স্মৃতি ও বিষয়বস্তু ভিত্তিক (Post-Positivism) দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন।

তৃতীয়ত, ১৯৮০-র দশকের শেষভাগ থেকে মৌখিক ঐতিহাসিককে একজন সাক্ষাৎকার গ্রহীতা ও বিশ্লেষক হিসাবে দেখার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।

চতুর্থত, ১৯৯০ এর দশকের শেষভাগ ও একবিংশ শতকের গোড়ার দিকে শুরু হওয়া ডিজিটাল বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট পরিবর্তন।

একবিংশ শতকের সূচনা থেকেই মৌখিক ইতিহাস ভারতবর্ষে গুরুত্ব পেতে শুরু করে। কারণ ডিজিটাল বিপ্লবের ফলে মৌখিক ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ অনেক সহজ হয়ে যায় এবং এই সাক্ষ্য খুব সহজে সংরক্ষণও করা যায়। আসলে মৌখিক ইতিহাস হল বেঁচে থাকা মানুষের (অবশ্যই যারা ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী) নিজস্ব অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য সমূহের একটি সুসংবদ্ধ রূপ, যা সংরক্ষিত থাকলে পরবর্তীকালের গবেষকরাও তা ব্যবহার করতে পারবেন।

মৌখিক ইতিহাসের গুরুত্ব:

বিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ইতিহাসচর্চা ছিল মূলত সমাজের শাসক ও অভিজাত শ্রেণিকেন্দ্রিক। কিন্তু ১৯৬০ এর দশকের পর ইতিহাস গবেষণার ধারা পরিবর্তিত হতে থাকে। উচ্চবর্গের ইতিহাস চর্চার বদলে শুরু হয় নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা। এক্ষেত্রে আন্তঃবিষয়ক গবেষণা বা ‘Interdisciplinary Approach’ প্রাধান্য পায়। বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত গবেষকগণ যেমন ইতিহাসবিদ, লোকসংস্কৃতিবিদ, নৃত্যবিদ, ভূগোলবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, সাংবাদিক, অর্থনীতিবিদ এবং এক কথায় সমাজবিজ্ঞানের গবেষণার সঙ্গে যুক্ত প্রায় সকলেই তাদের গবেষণায় প্রয়োজন অনুযায়ী মৌখিক ইতিহাসের ব্যবহার করে থাকেন। অর্থাৎ মানুষের স্মৃতি যে জীবন্ত ইতিহাস সেবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। আফ্রিকা মহাদেশে এই স্মৃতিনির্ভর ইতিহাস বা মৌখিক ইতিহাস অত্যন্ত জনপ্রিয়। আফ্রিকান প্রবাদ অনুযায়ী “প্রতিটি বর্ষীয়ান মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একটি পাঠাগার পুড়ে ছাই হয়ে যায়”।^{১২} আসলে মৌখিক ইতিহাস চর্চা এমন এক প্রক্রিয়া

যেখানে জীবন্ত স্মৃতি এবং অনুভূতিকে গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে অতীতে সংঘটিত ঘটনাগুলির অধিকতর সত্য অনুসন্ধান সম্ভব হয়। এই প্রক্রিয়ায় যেকোনো উন্নয়ন ভাবনায় সমাজের বাদ পড়া মানুষগুলোকে আলোচনার কেন্দ্রে তুলে আনা হয়, যাতে তাদের অভিজ্ঞতা, মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গিকে বৃহত্তর পরিসরে অনুধাবন করে তা কাজে লাগানো যায়। আসলে আমাদের বিদ্যমান সমাজ কাঠামোয় যারা কথা বলার সুযোগ পান না, মৌখিক ইতিহাস পদ্ধতি তাদেরকে কথা বলার সুযোগ দানের মাধ্যমে ইতিহাস পুনর্নির্মাণ করার সুযোগ সৃষ্টি করে। সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক জীবনের কোন বিষয়গুলো পরিবর্তিত হয়েছে এবং কোন বিষয়গুলো দীর্ঘ সময়ব্যাপী অপরিবর্তিত রয়েছে, মৌখিক ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে তা জানা সম্ভব হয়। আসলে মৌখিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতির যেসমস্ত ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, সেগুলিকে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা বর্তমান গবেষকদের কাছে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

প্রথমত, মৌখিক ইতিহাসচর্চার ধারা লক্ষ্য করলে সহজেই বোঝা যায় যে, আমাদের প্রতিষ্ঠিত লেখ্যাগার ভিত্তিক ইতিহাস চর্চার প্রচলিত পদ্ধতির সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে বর্তমানে মৌখিক ইতিহাস জনগণের স্মৃতির আলোকে ইতিহাসের অনেক দিক পুনর্নির্মাণে নতুন পথ দেখিয়েছে। এই প্রক্রিয়াকে অধ্যাপক সুমিত সরকার বলেছেন ‘তল থেকে দেখা ইতিহাস’, অন্যদিকে অধ্যাপক রণজিৎ গুহ যাকে বলেছেন ‘নিম্নবর্গের ইতিহাস’^{১৬} দ্বিতীয়ত, মৌখিক ইতিহাসের উৎপত্তি ইতিহাস গবেষণাকে শহরের গণ্ডি ছাড়িয়ে প্রান্তিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে প্রসারিত করেছে। এক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে শ্রমিক, নারী, আদিবাসী ও দলিত ইতিহাস চর্চা। বিশেষত, জনজাতির ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে লেখ্যাগারের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ জনজাতির প্রতিনিধিদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ, স্থানীয় ভাষা-জ্ঞান এবং ক্ষেত্র সমীক্ষা যা মৌখিক ইতিহাস ও সংস্কৃতির মাধ্যমে নিরূপণ করা সম্ভব।

তৃতীয়ত, মৌখিক ইতিহাস অপ্রকাশিত আত্মজীবনী মত। অধিকাংশ আত্মজীবনীগুলো লেখা হয় প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক, সামাজিক ও বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা। ফলে সেখানে ইতিহাসের একটা বৃহৎ অংশ অপ্রকাশিত থাকে বা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। মৌখিক ইতিহাসের মূল কাজই হল ওইসব অপ্রকাশিত ইতিহাসকে অনুসন্ধান করে বইয়ের পাতায় তুলে আনা। সেক্ষেত্রে মৌখিক ইতিহাস মানব জীবনের অভিজ্ঞতার প্রাথমিক উৎস হিসেবে কাজ করে।

চতুর্থত, আধুনিক ভারতের ইতিহাস চর্চার মূল উপাদানগুলি হল আর্কাইভাল রেকর্ডস, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, নিউজ পেপারস, পিরিয়ডিক্যাল বা পাক্ষিক, ব্যক্তিগত ডায়েরী এবং সরকারি দলিল দস্তাবেজ। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতক বিশেষত ঔপনিবেশিক কালের ইতিহাস রচনায় এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে ইতিহাসের ওইসব লিখিত উপাদানের জায়গা দখল করেছে টেপ রেকর্ডার, মোবাইল ফোন, ই-মেইল, ইন্টারনেট সোর্স এবং অসংখ্য ডিজিটাল প্রযুক্তি। অর্থাৎ প্রযুক্তি বিপ্লবের যুগে মৌখিক ইতিহাস এইসব ডিজিটাল পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করে বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষিত করে রাখতে সক্ষম হয়েছে। এই প্রসঙ্গে Perks & Thompson তাঁদের

গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের মতে, “Technology which has continued to play a significant role in oral history has brought its own challenges: present day digital tools hold out the promise of new modes of dissemination and new approaches to interpretation, but also thrust on us technical epistemological and ethical dilemmas hitherto unimagined”.^{১৭}

পঞ্চমত, ১৯৬০-এর দশকের পরবর্তীকালে মৌখিক ইতিহাস সমগ্র বিশ্বে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করলেও অনেক গবেষক মনে করেন এটি হল স্থানীয় বা আঞ্চলিক গবেষকদের কাজ, যারা এলাকার বুড়ো মানুষদের পেছনে লেগে থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। বিশেষত, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরবর্তীকালে অকথিত ইতিহাস রচনার জন্য বুড়ো মানুষের সাক্ষাৎকার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা যেসব বিবরণ গবেষকদের কাছে ব্যক্ত করেন তার সংরক্ষণের মাধ্যমে ইতিহাস চর্চার ভবিষ্যৎ গতিমুখ পুনর্গঠিত হতে পারে। আবার অনেকে মনে করেন, মৌখিক ইতিহাস হচ্ছে ইতিহাস চর্চার একটি নতুন সংযোজন যা সাধারণ মানুষের স্মৃতিকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়। একারণে বিদগ্ধ ইতিহাসবিদদের কাছে বর্তমান মৌখিক ইতিহাসচর্চা তাৎপর্যপূর্ণ ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

ষষ্ঠত, একটি নির্দিষ্ট ঘটনা বা সময়কালের একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি একত্রিত করার মাধ্যমে মৌখিক ইতিহাসবিদরা ইতিহাসের জটিলতাগুলি উন্মোচন করতে পারেন, যা আধুনিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সপ্তমত, লিখিত ইতিহাস প্রায়শই ক্ষমতার অবস্থানে থাকা ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের অগ্রাধিকারগুলিকে প্রতিফলিত করে। এক্ষেত্রে মৌখিক ইতিহাস ক্ষমতার অপরপ্রান্তে থাকা, প্রান্তিক গোষ্ঠী এবং সাধারণ মানুষের কণ্ঠকে ইতিহাস চর্চায় উপস্থাপিত করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারত বিভাজনের ফলে যে উদ্বাস্তু সমস্যার উদ্ভব হয় সেইসব উদ্বাস্তু পরিবারের বংশধরদের অভিজ্ঞতাকে ধারণ করে তারা যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল সেবিষয়ে মৌখিক ইতিহাস আলোকপাত করে।

অষ্টমত, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে মৌখিক ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ভাষা, আচার-অনুষ্ঠান এবং অনুশীলনগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে মৌখিক ইতিহাস বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা করে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তা প্রেরণ করে।

নবমত, মৌখিক ইতিহাসের একটি রূপান্তর মূলক দিক হল অফিসিয়াল আখ্যান এবং ঐতিহাসিক কল্পকাহিনীকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা। এক্ষেত্রে মৌখিক ইতিহাস নিপীড়ন, প্রতিরোধ এবং স্থিতিস্থাপকতার সাক্ষ্য রেকর্ড করার মাধ্যমে লুকানো ইতিহাসগুলিকে আলোকিত করে।

দশমত, মৌখিক ইতিহাস বিভিন্ন গবেষক, সামাজিক সংস্থা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আন্তঃবিষয়ক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বের মাধ্যমে গবেষণার ফাঁকগুলি সমাধান করতে পারে। মৌখিক ইতিহাস শুধুমাত্র বর্তমান প্রজন্ম নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি অর্থবহ উত্তরাধিকার রেখে যেতে পারে।

এককথায়, মৌখিক ইতিহাস শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস চর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, এটি বৃহত্তর

জনসমাজের ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াও বটে। তাদের কাছে অতীতকে স্মরণ করা এবং এর পুনর্ব্যাখ্যা করার প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এর মধ্য দিয়ে শুধু ব্যক্তি বিশেষ নয়, বিভিন্ন সামাজিক-গোষ্ঠী বা জনজাতির মানুষেরও ক্ষমতায়ন ঘটে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অতি সম্প্রতি জনজাতির মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘন বা ভূমির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া অথবা যুদ্ধ পরবর্তী ট্রাইব্যুনালের সাক্ষ্য মৌখিক ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এমনকি ১৯৯৭ সালে কানাডার সুপ্রিম কোর্টও তার এক নির্দেশনামায় উল্লেখ করেছিলেন, “On an equal footing with the types of historical evidence that courts are familiar with”.^{১৮}

মৌখিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ :

যদিও মৌখিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার কিন্তু এটি সীমাবদ্ধতা ও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। ‘মানুষের স্মৃতি কতখানি নির্ভরযোগ্য’- এ বিষয়ে অসংখ্য গবেষক ও ঐতিহাসিক একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন। তাদের মতে, মানুষ অতীতের কোনো ঘটনাকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করতে পারে বা স্বল্পকথন বা অতিকথন করতে পারে। কারণ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হল তাদের জীবনে অপ্রীতিকর ঘটনাকে এড়িয়ে যাওয়া। স্বাভাবিকভাবেই এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ঘটনার বাস্তবতার যথাযথ প্রতিফলন নাও ঘটতে পারে।^{১৯} অতীতের ঘটনাগুলির স্মৃতি এবং ব্যাখ্যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিকৃত হতে পারে। এছাড়াও মৌখিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে একাধিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে।

প্রথমত, মৌখিক ইতিহাসের সাক্ষাৎকারগুলি প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছিল তার সুনির্দিষ্ট বিবরণের পরিবর্তে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে লাভ-ক্ষতির নিজস্ব অঙ্কে চাপা দেওয়া হতে পারে। অনেক সময় বর্ণনায় ফাঁক বা অসঙ্গতি থাকতে পারে। বর্ণনাকারীদের ব্যাখ্যা তাদের নিজস্ব বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। বর্ণনাকারীরা এমনভাবে ঘটনাগুলিকে উপস্থাপন করতে পারেন যা অতীতে তাদের কাঙ্ক্ষিত বোঝাপড়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এক্ষেত্রে ইতিহাসের বাস্তবতা প্রতিফলিত নাও হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, মৌখিক সাক্ষ্যকে লেখ্যরূপে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ভিন্নতা তৈরি হতে পারে। আবার সাক্ষ্যদাতা ও সাক্ষ্যগ্রহিতার ক্ষমতা ও সম্পর্ক ঘটনার বিবরণকে প্রভাবিত করতে পারে।

তৃতীয়ত, অধ্যাপক Alessandro Porelli -র মতে, ‘মৌখিক ইতিহাস প্রণয়ন খুব সহজ কাজ নয়। কারণ কথা বলার সময় মানুষ অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বাক্য বলেনা অথবা পুনরাবৃত্তি করেন, আবার পুনরাবৃত্তি করার সময় আগের কিছু কথা বাদ দিয়ে বলেন।’^{২০} আসলে মানুষ কখনো কখনো একই কথা বারবার বলেন, আর কথা বলার সময় সময়ানুক্রমে বলেন না। স্মৃতি থেকে কথা বলার সময় তারা অনেক সময় দ্বিধাগ্রস্ত থাকেন আবার কখনো কখনো ভুল নাম বলেন, যা ঐতিহাসিক ঘটনাকে বিকৃত করতে পারে।

চতুর্থত, মৌখিক ইতিহাসের আরেকটি সীমাবদ্ধতা হল এটি মৌখিক ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক জ্ঞানের ব্যাখ্যার সাথে সম্পর্কিত, যা এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে গল্প, পৌরাণিক কাহিনী এবং ঐতিহ্যের স্থানান্তরকে পুনর্ব্যাখ্যা করে। এক্ষেত্রে সময়ের ভিন্নতায় ঐতিহাসিক ঘটনার নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

পঞ্চমত, মৌখিক ইতিহাসের তথ্য প্রেরণের প্রক্রিয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। যেহেতু মানুষ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়, সেহেতু মৌখিক ঐতিহ্যগুলি প্রেরণের ক্ষেত্রে ভুল হতে পারে। মৌখিক ইতিহাসের নির্ভরযোগ্যতা এবং সম্পূর্ণতা তখনই ক্ষতিগ্রস্ত হয় যখন তথ্য ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে ফাঁক দেখা দেয়।

ষষ্ঠত, মৌখিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হল ভাষার অদক্ষতা। সাক্ষাৎকারী এবং যিনি সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন এই দুজনের মধ্যে শব্দের প্রকৃত অর্থ বোঝার দক্ষতা না থাকলে প্রকৃত ইতিহাস নিরূপণ করা সম্ভব নয়। ভুল ব্যাখ্যা বা ভুল বোঝাবুঝি গবেষণার উদ্দেশ্যকে বিকৃত করতে পারে বা মৌখিক ইতিহাসের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে অস্পষ্ট করতে পারে।

অন্যদিকে, মৌখিক ঐতিহ্য বা সংস্কৃতিও সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে একাধিক চ্যালেঞ্জ ও সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। এগুলি হল-

১. বিশ্বায়ন, নগরায়ন এবং আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষের ভাষা পরিবর্তন এবং স্থানান্তর মৌখিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতাকে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে।
২. মৌখিক ঐতিহ্যগুলি পরিবর্তনশীল সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ায় আসল ঘটনা, বর্ণনার সত্যতা এবং বিশ্বস্ততা সম্পর্কে একাধিক প্রশ্ন উত্থাপন করে।
৩. বর্তমানে ডিজিটাল বিপ্লবের যুগে মৌখিক ঐতিহ্যের বিকৃতকরণ কোনো কঠিন কাজ নয়। এক্ষেত্রে ডেটা সুরক্ষা এবং ভার্চুয়াল স্পেসে মৌখিক বর্ণনার নৈতিক ব্যবহার সম্পর্কিত উদ্বেগগুলিকে অস্বীকার করা যায় না।

তবে একথা বলা যায়, মৌখিক ঐতিহ্য একটি গতিশীল, স্থিতিস্থাপক এবং বহুমুখী সাংস্কৃতিক ঘটনার প্রতিনিধিত্ব করে যা ভৌগোলিক সীমানাকে অতিক্রম করেছে।

সিদ্ধান্ত ও মূল্যায়ন :

উপরোক্ত পর্যায়ক্রমিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং প্রাপ্ত তথ্য ও সাহিত্যের পর্যালোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত ও মূল্যায়নে উপনীত হওয়া যায়।

মৌখিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি হল একটি পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি, যা ইতিহাস রচনায় গভীর তাৎপর্য বহন করে। এই পদ্ধতি অকথিত ইতিহাস সংরক্ষণ করে, ঐতিহাসিক ঘটনাকে প্রাসঙ্গিক করে তথ্যের ফাঁক পূরণ করে, অতীত সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধিকে সমৃদ্ধ করে এবং অনেক সময় প্রভাবশালী বর্ণনাকে চ্যালেঞ্জ করে, যার শিক্ষাগত মূল্য বর্তমানে শ্রেণীকক্ষের বাইরেও প্রসারিত রয়েছে। মৌখিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা গবেষকদের সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, সহানুভূতি এবং আন্তঃবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করে।

ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তথ্যের ভারসাম্য রক্ষা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। তথ্য উপস্থাপন এবং তার সঠিক ব্যাখ্যা ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ শুধুমাত্র মৌখিক ইতিহাসের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। আমরা যে ধরনের তথ্যই ব্যবহার করি না কেন, যদি তার প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন

থাকি, তাহলে ইতিহাসের বায়াস (Bias) কাটিয়ে নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনা সম্ভব। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তথ্যের ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনে মৌখিক উৎসের সঙ্গে বস্তুগত উপাদান ও প্রাপ্ত তথ্যাবলী ঝাড়াই-বাছাই করে মিলিয়ে নেওয়া প্রয়োজন।

মৌখিক ইতিহাসের চ্যালেঞ্জগুলিকে সঠিকভাবে নেভিগেট করতে গেলে গবেষকদের নৈতিক, যৌক্তিক ও ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। উক্ত চ্যালেঞ্জগুলির সাথে সমালোচনামূলকভাবে জড়িত থাকার মাধ্যমে গবেষকরা ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্ধানে একটি গতিশীল এবং রূপান্তরমূলক পদ্ধতি হিসেবে মৌখিক ইতিহাসের নৈতিক অখণ্ডতা এবং সামাজিক প্রাসঙ্গিকতাকে উন্নত করতে পারেন।

পরিশেষে বলা যায়, ইতিহাসের সব ধরনের উপাদানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান থাকলে নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনা করা সম্ভব। এক্ষেত্রে মৌখিক ইতিহাস এবং সংস্কৃতিও ব্যতিক্রম নয়। কারণ বর্তমানে মৌখিক তথ্যের ভিত্তিতে ইতিহাস চর্চা সমগ্র পৃথিবীব্যাপী মান্যতা পেয়েছে এবং ইতিহাস চর্চার গুরুত্বপূর্ণ ধারা হিসেবে ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পদ্ধতিগত কঠোরতা এবং নৈতিক অখণ্ডতাকে মাথায় রেখে বর্তমান ডিজিটাল যুগে মৌখিক ঐতিহ্যকে ইতিহাস রচনার কাজে লাগানো যেতে পারে।

Reference:

- Jan, Vansina, 1985. *Oral Tradition as History*. The University of Wisconsin Press, USA, pp. 27-28
- Gilbert, J. Garraghan, 1946. *A Guide to Historical Method*. Fordham University Press, New York, pp. 261-262
- Moss, William W., and Peter C. Mazikana, 1986. *Archives, Oral History and Oral Tradition: A RAMP Study*, General Information Programme and UNISIST, Paris: UNESCO, part- iii, p. 13
- Donald, A. Ritchie eds. 2010 & 2012. *Introduction: The Evolution of Oral History, The Oxford Handbook of Oral History*, Oxford University Press, UK, p.2
- Starr, Louis, 1977. *Oral History in Encyclopaedia of Library and Information Sciences*, New York: Marcel Dekker, vol- 20, pp.440-463 & *The Oral History Review*, Oral History Association, 1980, pp. 20-48
- Thomson, Paul, 1981. *Britain Strikes Back: Two Hundred Years of Oral History*, Oral History Association Newsletter, Vol- 15, pp. 4-5
- Paul, Thomson, 1978. *The Voice of the Past: Oral History*. Oxford University Press, UK, p. 257
- Nevins, Allen, 1966. *The Uses of Oral History in Oral History at Arrowhead: The Proceedings of the first National Colloquium on Oral History*, ed. Elizabeth I Dixon

and James V. Mink, sept.15-28, pp. 25-37

- Donald, A. Ritchie eds. 2010 & 2012. *op. cit.*, p. 3
- Moss, William W., and Peter C. Mazikana, 1986. *op. cit.*, p.16
- Paul, Thomson, 1978. *The Voice of the Past: Oral History*. Oxford University Press, UK, p. 2
- Chowdhury, Indra, 2014. ‘Speaking of the Past: Perspective on Oral History’. *Economic and Political weekly*, July 26, 2014, p.40
- ঐ, পৃ. ৪১
- কামাল, মেসবাহ, ২০১৭. স্মৃতি, সাক্ষ্য ও বাচনিক ইতিহাস : সীমানা পেরিয়ে অনুসন্ধান, মহম্মদ নাজিমুল হক (সম্পাদিত) ইতিহাস চর্চায় বাচনিক উপকরন, ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭, পৃ. ১০-১১
- Perks, Robert & Thomson, Alistair ed. 2006. *The Oral History Reader*, Routledge. London & New York, p. 9
- গুহ, রণজিৎ, ১৯৯৮. নিম্নবর্ণের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ২২-৪৬
- Perks, Robert & Thomson, Alistair ed. 2006. *The Oral History Reader*. Routledge, London & New York, p. 12
- Delgamuukw vs. British Columbia Case, dated 11.12.1997, *Retrieved from decisions.ssc-csc.ca*, accessed on 26.06.2024
- কামাল, মেসবাহ, ২০১৭. ঐ, পৃ. ২০-২১
- Porelli, Alessandro, 2006. *What Makes Oral History Different*, found in Robert Perks and Alistair Thomson, *op. cit.*, pp. 33-35

Bio Profile of the Author:

Assistant Professor

Department of History, Raiganj University

West Bengal, India, Pin – 733134

Email ID: pain.swapan@gmail.com